‘’মনের খোলা জানলা সাহিত্য’’

হাজার ইলেকট্রনিক মাধ্যম মানুষের সঙ্গে থাকলেও আজও মানুষ নিজের অভিব্যক্তির তৃপ্ততালাভে ফিরে দেখার আনন্দ সৃষ্টি করে সাহিত্য, যা নিজেকেও অপরকে করে সমৃদ্ধ। প্রমথ চৌধুরী বলেন মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারে তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশী আর কিছু পারেন না। বিভিন্ন সংবাদ পত্র ও অন্যত্র প্রকাশিত ছোট-বড় নিজস্ব মননশীল চিন্তার অভিব্যক্তিগুলিকে একত্রিত করে প্রকাশ করেছেন- মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, অর্থসাধনাই জীবন সাধনা নয় – তাই মুক্তির জন্য দুটি উপায় অবলম্বয় করতে হবে। একটি অন্নবস্ত্রের চিন্তা থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা, আর একটি শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ানোর সাধনা। তেমনি বেশ কিছু কবিতা- সহ নিজের বিভিন্ন ভ্রমণতীর্থের সাথে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলিও। যা শুধু লেখকের অনুভুতির প্রতিচ্ছবি নয়, হয়তো বা মিলে যেতে পারে পাঠকদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গেও। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রত্যেক মানুষের এইরকম অভিজ্ঞাতার প্রতিনিধি হয়ে যেভাবে সযত্নে তাঁর এই ছোট পুস্তকটির মধ্যে প্রকাশ করেছেন তাতে বৃহত্তর পাঠকসমাজ নিজেদের মননশীলতার জানলা খুলে সাহিত্যের হালকা দক্ষিণা বাতাসের সন্ধান পাবেন আশা রাখি। পঠকসকলের নিকট অবশ্যই সমাদৃত হবে লেখকের প্রয়াসটি এবং অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে এই ধরনের চিন্তার প্রয়াসী হতে।